কালের কণ্ঠ

তারিখ: 01 APR 2014
পৃষ্ঠা: ৪ কলাম: ৪

যুক্তরাষ্ট্র শিক্ষামেলায় অভাবনীয় সাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ▶

ঢাকায় আমেরিকান সেন্টারের আয়োজনে গতকাল সোমবার থেকে শুরু হয়েছে দুই দিনব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামেলা 'এডুকেশন ইউএসএ ফেয়ার'। মেলায় সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা অংশ নিয়েছেন। স্বপ্নের যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যেতে অভাবনীয় সাড়া পড়ে এ মেলায়।

গতকাল সকাল ১১টায় মেলা শুরু হলেও এর অনেক আগে থেকেই ভিড় বাড়তে থাকে রাজধানীর বারিধারার আমেরিকান সেন্টারের সামনে। বিকেল ৪টা পর্যন্ত এ ভিড় অব্যাহত থাকে। ভিড় সামাল দিতে বেশ হিমশিম খেতে হয় মেলার কর্মীদের। অনেক শিক্ষার্থীকেই তাঁদের অভিভাবকদেরও মেলায় নিয়ে আসতে দেখা গেছে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে শিক্ষার্থীরা ছিলেন উচ্ছ্বসিত। মেলায় যুক্তরাষ্ট্রে শিক্ষার্থী ভিসার আবেদনসংক্রান্ত দুটি সেমিনারও অনুষ্ঠিত হয়।

দুপুর ১২টায় মেলা প্রাঙ্গণে আসেন বাংলাদেশে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ড্যান ডাব্লিউ মজিনা। তিনি মেলা প্রাঙ্গণ ঘুরে দেখেন এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ও আগত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন। মজিনার আগমন মেলায় ভিন্নমাত্রা যোগ করে।

দি আমেরিকান সেন্টারের কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার বিলাল ফারুকী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমেরিকান সেন্টার দুই দেশের মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরির কাজ করছে। যারা যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে যেতে চায় তাদের আমরা সঠিক ও সময়সাপেক্ষ তথ্য দিই। প্রতিবছরই যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে।' তিনি জানান, এক হিসাবে দেখা যায়, ২০১৩ সালে এর আগের বছরের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রে অধ্যয়নরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ১৫ শতাংশ বেড়েছে।

পড়ালেখার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের কাজের সুযোগ আছে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'শিক্ষার্থীদের বদ্ধমূল ধারণা রাখা উচিত পড়াশোনাই তাদের মূল কাজ। তার পরও স্বল্প পরিসরে হলেও কাজের সুযোগ রয়েছে। পড়ালেখা শেষে অনেক শিক্ষার্থী বাংলাদেশে ফিরে নতুন নতুন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। অনেকে স্পন্সর পেলে কাজের অনুমতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রেও থেকে যেতে পারে। তবে আমেরিকান সেন্টারের বিনিময় কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশের তরুণ শিক্ষকদের ফুল স্কলারশিপ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চতর পড়াশোনা করতে পাঠানো হয়।'

মেলায় আগত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বেশির ভাগ শিক্ষার্থী কম্পিউটার সায়েন্স, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং এমবিএ কোর্স করতেই বেশি আগ্রহী। সাদিক নামের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে পড়তে আমার যা জানার ছিল তা এ মেলা থেকে জানতে পেরেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে আমি সন্তুষ্ট। একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছাও আছে। তবে আরো বেশি বিশ্ববিদ্যালয় এ মেলায় অংশগ্রহণ করলে আমরা আরো বেশি জানতে পারতাম।'

আজ মঙ্গলবার দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত ধানমণ্ডির ইএমকে সেন্টারে (মাইডাস সেন্টার) সবার জন্য এ মেলা উন্মুক্ত থাকবে। মেলায় অংশগ্রহণকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো হলো ইউনিভার্সিটি অব মিনেসোটা, ফেয়ারলেই ডিকিনসন ইউনিভার্সিটি, মনরো কলেজ, নিউ ইয়র্ক ইউনিভার্সিটি স্কুল অব ইঞ্জিনিয়ারিং, ইউনিভার্সিটি অব নর্দার্ন আইওয়া, সানি বাফেলো ও সাউথ সিয়াটল বাফেলো কলেজ। প্রসঙ্গত, যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ফেসবুক পেজে (www.facebook.com/bangladesh.usembassy) এ যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষামেলা ছাড়াও দূতাবাস ও আমেরিকান সেন্টারের সেবাসহ এ-সংক্রান্ত আরো তথ্য পাওয়া যাবে।